কমপিউটার জগৎ
COMPUTER JAGAT

প্রতিষ্ঠাতা : অধ্যাপক আবদুল কাদের

উপদেষ্টা
ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী
ড. মুহাম্মদ ইব্রাহীম
ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ
ড. মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন
ড. যুগল কৃষ্ণ দাস

সম্পাদনা উপদেষ্টা ডা: এম এম মোরতায়েজ আমিন

সম্পাদক — গোলাপ মুনীর
সহযোগী সম্পাদক — মইন উদ্দীন মাহমুদ
সহকারী সম্পাদক — মোহাম্মদ আবদুল হক
কারিগরি সম্পাদক — মো: আবদুল ওয়াহেদ তমাল
সহকারী কারিগরি সম্পাদক — নুসরাত আক্তার
সম্পাদনা সহযোগী — সালেহ উদ্দিন মাহমুদ
বিশেষ প্রতিনিধি — ইমদাদুল হক
বিশেষ প্রতিনিধি — রাহিতুল ইসলাম

বিদেশ প্রতিনিধি
জামাল উদ্দীন মাহমুদ — আমেরিকা
ড. খান মনজুর-এ-খোদা — কানাডা
ড. এস মাহমুদ — ব্রিটেন
নির্মল চন্দ্র চৌধুরী — অস্ট্রেলিয়া
মাহবুব রহমান — জাপান
এস. ব্যানার্জী — ভারত
আ. ফ. মো: সামসুজ্জোহা — সিঙ্গাপুর
নাসির উদ্দিন পারভেজ — মধ্যপ্রাচ্য

প্রচ্ছদ — মোহাম্মদ আবদুল হক
ওয়েব মাস্টার — মোহাম্মদ এহতেশাম উদ্দিন
জ্যেষ্ঠ সম্পাদনা সহকারী — মনিরুজ্জামান পিন্টু
কম্পোজ ও অঙ্গসজ্জা — মো: মাসুদুর রহমান
রিপোর্টার — সোহেল রানা

মুদ্রণে : রাইটস (প্রা.) লি.
৪৪সি/২, আজিমপুর রোড, ঢাকা-১২০৫
অর্থ ব্যবস্থাপক — সাজেদ আলী বিশ্বাস
বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাপক — সাজ্জাদ হোসেন
জনসংযোগ ও প্রচার ব্যবস্থাপক — প্রকৌ. নাজনীন নাহার মাহমুদ

প্রকাশক : নাজমা কাদের
কক্ষ নম্বর-১১, বিসিএস কমপিউটার সিটি
রোকেয়া সরণি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১৮৩১৮৪, ৯৬১৩০১৬,
০১৭১১৫৪৪২১৭, ০১৯১১৫৯৮৬১৮
ই-মেইল : jagat@comjagat.com
ওয়েব : www.comjagat.com
যোগাযোগ :
কমপিউটার জগৎ
কক্ষ নম্বর-১১, বিসিএস কমপিউটার সিটি
রোকেয়া সরণি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১৮৩১৮৪

Editor — Golap Monir
Associate Editor — Main Uddin Mahmood
Assistant Editor — Mohammad Abdul Haque
Technical Editor — Md. Abdul Wahed Tomal
Correspondent — Md. Abdul Hafiz

Published from :
Computer Jagat
Room No.11
BCS Computer City, Rokeya Sarani
Agargaon, Dhaka-1207
Tel : 9183184

Published by : Nazma Kader
Tel : 9664723, 9613016
E-mail : jagat@comjagat.com

সম্পাদকীয়

সময়ের প্রয়োজন : ডিজিটাল জেনেভা কনভেনশন

ত্রিশটিরও বেশি দেশের সরকার স্বীকার করেছে, তাদের রয়েছে ‘অফেনসিভ সাইবার ক্যাপাবিলিটিজ’। এর অর্থ, এসব দেশ অন্য দেশের ওপর আগ্রাসী সাইবার হামলা চালাতে সক্ষম। তা সত্ত্বেও কনভেনশনাল ওয়েপন থেকে ব্যতিক্রমী সাইবার আর্সেনালগুলো গোপন ও ধরাছোঁয়ার বাইরে। এগুলোর সোর্স চিহ্নিত করা মুশকিল। এ কারণেই এমন সম্ভাবনা রয়েছে এ ধরনের দেশের সংখ্যা আরও অনেক বেশি হতে পারে। শুধু তা-ই নয়, আগামী দিনে এদের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। অধিকন্তু, এই অস্পষ্টতার কারণে সরকারগুলো আরও বেশি আগ্রহী এসব সাইবার অস্ত্র কাজে লাগানোর ব্যাপারে। বাস্তব হামলা চালিয়ে নিজেদের সক্ষমতা যাচাইয়েও এরা আগ্রহী। এরা এ ব্যাপারে কৌশল নির্ধারণ করে ক্লোজ ডোর বৈঠকে বসে। এমনটি লিখে জানিয়েছেন মাইক্রোসফটের ‘গভর্নমেন্ট সাইবার সিকিউরিটি পলিসি অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজির ডিরেক্টর কাজা সিগলিক, তার Observer Research Foundation’s collection of essays, Our Common Digital Future শীর্ষক লেখায়।

স্পষ্টতই সাইবার অস্ত্র প্রতিযোগিতা ইতোমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও সাইবার অস্ত্রের ঝুঁকি ও বিপদ যে কতটুকু তা এখনও আমরা বুঝে উঠতে পারিনি। এই দুটি সমস্যা, একই সাথে গোপন প্রকৃতি (ক্ল্যানডেনস্টাইন ন্যাচার) ও আগ্রাসী অনলাইন কর্মকাণ্ডের অনিশ্চয়তা (আনপ্রিডিকটিবিলিটি) যে মাত্রা ও গতিতে ভঙ্গুরতার জন্ম দিয়েছে, তা এর আগে কখনও দেখা যায়নি। এই ঝুঁকি রয়েছে অনলাইন ও অফলাইন উভয় ক্ষেত্রে। প্রশ্ন হচ্ছে, বিদ্যমান এই ঝুঁকি কী করে মোকাবেলা করতে পারি?

বিদ্যমান আন্তর্জাতিক আইন সাইবার স্পেসে প্রয়োগ হলে, সেটা হবে অবাক বিস্ময়ের ব্যাপার। অনলাইন কর্মকাণ্ডে সংশ্লিষ্ট অস্পষ্ট বস্তু, যা দীর্ঘদিন ধরে ছিল বিভিন্ন আইনি কাঠামোর বিষয়। কিন্তু সরকারগুলো দেরিতে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়। জাতিসংঘ প্রায় দুই দশক আগে একটি কর্ম-কমিটি গঠন করে, তুলনামূলকভাবে আইটি ফিল্ডের নবতর এই ক্ষেত্রে এবং বিশেষত সাইবার-নিরাপত্তার জটিল এই প্রশ্নে একটি সম্মত প্রস্তাবে পৌঁছার জন্য। কিন্তু ২০১৫ সালে ইউনাইটেড ন্যাশনস গ্রুপ অব গভর্নমেন্ট এক্সপার্টস অন ডেভেলপমেন্টস ইন দ্য ফিল্ড অব ইনফরমেশন অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশনস ইন দ্য কনটেক্সট অব ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটি (ইউএন জিজিই) নিশ্চিত করে যে– আন্তর্জাতিক আইন সাইবার স্পেসে প্রযোজ্য।

এই ঐকমত্য সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয় এই প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়া ২০টি দেশের পক্ষ থেকে। এসব দেশের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, চীন, রাশিয়া, ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্য। এই অবস্থান পরবর্তী সময়ে সমর্থন করা হয়েছে বিভিন্ন সরকারের ও জি৭-এর বিবৃতির মাধ্যমে। উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, এই অবস্থানের প্রতিফলন রয়েছে ‘সাইবার-সুপার-পাওয়ারদের’ দ্বিপক্ষীয় সাইবার সিকিউরিটি চুক্তির মধ্যে। অতএব আজকের দিনে একমাত্র উপায় হচ্ছে এটুকু নিশ্চিত করা যে, সাইবারস্পেসে রাষ্ট্রগুলোর আচরণ সুনির্দিষ্ট বিধি ও নীতিমালার আওতাধীন, যেগুলো আন্তর্জাতিক আইন দিয়ে স্বীকৃত।

চীন-রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র-চীন, সাইনো-অ্যাংলো সাইবার নিরাপত্তা চুক্তি থেকে শুরু করে ২০১৭ সালে সম্পন্ন চীন-অস্ট্রেলিয়া সাইবার নিরাপত্তা সহযোগিতা চুক্তি পর্যন্ত চুক্তিগুলোতে বিভিন্নভাবে আলোকপাত রয়েছে ইউএন জিজিই ও সাইবার সিকিউরিটি নরমসগুলোর প্রতি সমর্থন দানের। আঞ্চলিক গ্রুপগুলোও একইভাবে স্বীকার করে নিয়েছে সাইবারস্পেসে আন্তর্জাতিক আইনের প্রয়োগযোগ্যতাকে। এসব আঞ্চলিক গোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে আসিয়ান এবং অর্গানাইজেশন অব আমেরিকান স্টেটস। দ্বিপক্ষীয় ও আঞ্চলিক গোষ্ঠীগুলোর এই পদক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এগুলো পূরণ করতে পারেনি স্ট্র্যাটেজিক ইন্টারন্যাশনাল সাইবার সিকিউরিটি ফ্রেমওয়ার্কের প্রয়োজনীয়তা।

অতএব আজকের দিনে সাইবারস্পেসে রাষ্ট্রগুলোর আচরণ আন্তর্জাতিক আইনের বিধিবিধান ও রীতিনীতির আওতায় আনার বিষয়টি নিশ্চিত করার একমাত্র উপায় হচ্ছে সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি স্বীকৃতি জানানো। ইউএন জিজিই এই অভিযাত্রার একটি স্থায়ী ও মুখ্য অংশ। অন্য ফোরামগুলো কিছুটা হলেও এ অভিযানে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে। এই অবস্থান থেকে এখন আমাদের গন্তব্য কী হবে?

আমাদের এই জটিল অভিযাত্রার সুখকর অর্জন হচ্ছে ২০১৫ সালের ইউএন জিজিইর ১১টি সাইবার সিকিউরিটি নরমস এবং পাশাপাশি রয়েছে ডিজিটাল জেনেভা কনভেনশনের অংশ হিসেবে মাইক্রোসফটের তুলে ধরা আরও বেশ কিছু প্রস্তাব, জি-৭ গ্রুপের প্রস্তাব ইত্যাদি। এসবকে একটি সাইবার সিকিউরিটির আন্তর্জাতিক অবকাঠামোভুক্ত করার জন্য অবিলম্বে প্রয়োজন একটি ডিজিটাল জেনেভা কনভেনশন। আর এ কাজটি করতে হবে অতি দ্রুত, বিভিন্ন রাষ্ট্রের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে।

লেখক সম্পাদক
● প্রকৌশলী তাজুল ইসলাম ● সৈয়দ হাসান মাহমুদ ● সৈয়দ হোসেন মাহমুদ ● মো: আবদুল ওয়াজেদ